যুগান্তর

তারিখ ... 10 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিশুদের বিদ্যালয়ে আনতে ফিডিং কর্মসূচি চালু করবে সরকার

রবিউল ইসলাম

দেশের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনতে এবং ঝরেপড়ার হার কমাতে 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' চালু করতে যাচ্ছে সরকার। জুলাই মাস থেকে এ কর্মসূচি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৮০টি উপজেলার ২০ লাখ শিশুকে প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম করে বিস্কুট দেয়া হবে। আজ এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার যুগান্তরকে বলেন, এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল 'একশ' ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শিশু সকালের নাস্তা না খেয়ে স্কুলে আসে। এজন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলে স্কুলের প্রতি শিশুরা আকৃষ্ট হবে। ঝরেপড়ার হারও কমে যাবে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি ১০০ ভাগে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে এ সরকারের। এই বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

৮০২ কোটি টাকায় ৩ বছর মেয়াদে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা এবং যেখানে ঝরেপড়ার হার বেশি সেসব জায়গা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাধান্য পাবে।

জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর এবং চরাঞ্চল ও হাওর এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে। কারণ এসব এলাকায় দরিদ্র এবং ঝরেপড়ার হার অনেক বেশি। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বিস্কুটের পরিবর্তে কলা, ডিম ও রুটি দেয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। ডিম ও কলা দেয়া হলে স্থানীয় মহিলারা মুরগি পালতে উদ্বুদ্ধ হবে। এছাড়া স্থানীয় লোকেরা কলা চাষেও উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

বর্তমানে ১ কোটি ৬৩ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। এর মধ্যে ছাত্র ৮০ লাখ ৩৫ হাজার এবং ছাত্রী ৮২ লাখ ৭৭ হাজার। নিট ভর্তির হার ৯১ শতাংশ। এ হিসেবে প্রায় ২০ লাখ শিশু শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। তবে বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা অনেক বেশি।

সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। তার মধ্যে প্রায় ২ হাজারটি গ্রাম আছে যেখানে লোকসংখ্যা ২ হাজারের বেশি। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন গ্রামে ২ হাজারের বেশি লোকসংখ্যা থাকলে সেখানে বিদ্যালয় নির্মাণ করার কথা রয়েছে। সরকারি এ নীতিমালা দীর্ঘদিন ধরে মানা হচ্ছে না।

এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। চর, হাওর-বাঁওড়, দারিদ্র্যপীড়িত ও পার্বত্য এলাকার শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হবে। এসব এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।

বর্তমানে দেশে মোট স্কুলের সংখ্যা ৮১ হাজার ৪৩৪টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হল ৩৭ হাজার ৬৭২টি। মোট শিক্ষকের সংখ্যা হল ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৪৪৯ জন। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হল ১:৪৯। সাক্ষরতার হার ৬৩ শতাংশ।